আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ত্রয়োবিংশ সংখ্যা
১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ১৬-৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬

মূল্য : ২০ টাকা

চিঠির বাক্সো

নিখিলেশবাবুকে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি আমার প্রবন্ধ (*আরেকরকম* বিশেষ সংখ্যা অক্টোবর ২০১৯) মন দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু তিনি প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা (পৃ. ৭৭)-তে বলা কথাগুলো ভুলে গিয়ে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের কথা (পৃ. ৭৯) থেকে পরের পৃষ্ঠাগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন। প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠাতে পরিষ্কার বলেছিলাম যে লোকবাদ নিয়ে যা আলোচনা হবে তা প্রধানত আর্নেস্তো লাকলাউয়ের বইয়ের ভিত্তিতে হবে। তাই লোকবাদ নিয়ে আমি ওই প্রবন্ধে নিজের কোনো মনগড়া সংজ্ঞা ও তত্ত্ব পেশ করিনি। বরং লাকলাউ-এর কথা অনুসারে বলা হয়েছিল 'লোকবাদ কোনো বিশেষ আন্দোলন বা আবেগ অথবা মতাদর্শ নয়। লোকবাদী দল ও সরকারের পিছনে কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন থাকে না। লোকবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ গঠন করা সম্ভব' (পৃ. ৭৭)। লোকবাদ ও জনপ্রিয়তাবাদ নিয়ে সচরাচর সংবাদমাধ্যম ও উদারপন্থী একাডেমিকরা অনেকে মনে করেন যে তা মার্কসবাদ, উদারবাদ, ফ্যাসিবাদ, নারীবাদ জাতীয় আরো কোনো একটি রাজনৈতিক মতবাদ বা কোনো একটি বিশেষ রাজনীতি। সেই ধারণা লাকলাউয়ের মতে ভুল। তাই লাকলাউয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী লোকবাদ একটি সার্বজনীন ও সার্বিক (ইউনিভার্সাল) তত্ত্ব। কোনো বিশেষ (পার্টিকুলার) তত্ত্ব নয়। জয় পরাজয় ব্যতিরেকে লোকবাদ হবে কারণ তা ছাড়া রাজনীতি চলবে না। তাই বামফ্রন্ট হারা মানে বামফ্রন্ট লোকবাদ করেনি তা বলা যাবে না। লোকবাদ ছাড়া বামফ্রন্ট ২০১১ বা ২০১৬ বিধানসভা এমনকী ২০১৯ লোকসভায় তো বেশ কিছু ভোট পেয়েছিল কিংবা ছোটো বড়ো জনসমাবেশ করেছিল। এই প্রক্রিয়া যেকোনো বড়ো দলের ক্ষেত্রেই হবে তা তৃণমূল হোক বা বিজেপি, কংগ্রেস। কিন্তু কোনো দলই শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী ও শ্রেণির সমর্থন জোগাড় করতে পারে না। আবার একটি শ্রেণি ও গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে কোনো একটি দলকে সমর্থন করে না যদিও সংবাদমাধ্যমে এই অতি সরলীকরণের একটা প্রবণতা থাকে। কিছু একাডেমিক আলোচনাতেও তাই হয়। বড়ো জনসমাবেশ করতে গেলে কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ হারে ভোট পেতে গেলে জনসংখ্যার অনেকগুলো অংশকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে হয়। সেই রাজনীতি সফল না অসফল তা বিচার্য নয়। আশা করি নিখিলেশবাবু তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

মইদুল ইসলাম
কলকাতা

২

অযোধ্যার রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিষয়ে শীর্ষ আদালতের রায় নিয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তবু একটা/দুটো কথা যোগ করতে চাই।

অযোধ্যার মন্দির-মসজিদ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজতে গিয়েই যে মহামান্য শীর্ষ আদালত বিষয়টির উপর রায় ঘোষণা করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। রাম একজন মহাকাব্যের নায়ক। তিনি দেবতা বা ঈশ্বর নন, যেমন নন মহাভারতের কৃষ্ণ। আসলে হিন্দুরা তাঁদের ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে—অবয়বহীন ব্রহ্মের ধারণা নিয়ে চলে না ব'লে— এই পৌরাণিক চরিত্রদের ঈশ্বর বানিয়েছেন। আসলে ঈশ্বর যে মানুষেরই সৃষ্টি সে-কথা বিশ্বাস করার লোক এই প্রাচ্য বিশ্বে খুঁজে পাওয়া কঠিন, যদিও যুক্তিবাদীদের ক্ষীণ একটা আন্দোলনও পাশাপাশি রয়েছে সর্বত্র। এমনকি মুসলিমবিশ্বেও।

যে সমাধানের চেষ্টা ইলাহাবাদ হাইকোর্ট করেছিল তারই